তারিখ 10 MAR 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যে কারণে বন্ধ হয় না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থেমে থেমে উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে। গত রোববার ক্যাম্পাসে গুলিবর্ষণের ঘটনায় সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনীতির নাড়ির যোগ কতখানি তা স্পষ্ট হয়েছে।

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার কাজের অগ্রগতির বাধাটা ছিল নিজের মধ্যেই— ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ঘটনা কি তাই বলে দিচ্ছে না? বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। গতবছর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হওয়ার পর সংসদীয় কমিটি গঠনসহ যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে কোন সুফল দেখা দেয়নি এ যাবৎ।

ওই সময়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তৎপরতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা কমাতে তা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না।

আমরা এ কলামে ইতঃপূর্বে লিখেছিলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই নির্ভর করে। ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের আমদানি হয়েছে তাদের স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টিয়ে কৌশল বদলিয়ে কাজ হবার নয়।

এটা আরও একবার প্রমাণিত হলো সম্প্রতি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে। এবার প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টো ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা থেকে ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয়নি। একটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন্দলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই উত্তেজনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা দিয়েছে।

কিছুদিন আগে টিএসসি'র বাইরের চত্বরে ছাত্রলীগের সম্মেলন চলাকালে তাদের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী নিহত হয়। তার জের অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সেদিন উক্ত ছাত্রনেতার হত্যার পেছনে যে কারণই থাক না কেন তাকে কেন্দ্র করেই আওয়ামী লীগের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

তাদের দলীয় ঘটনাবলীর ভালমন্দ এখানে বিচার্য নয়। বিচার্য হলো দলের মধ্যে মতভেদ বা মনান্তর যাই থাকুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন তার দীর্ঘছায়া পড়বে? এটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পথে বাধা সে কথাটা তো আছেই। সন্ত্রাসী রাজনীতি কখনই দলীয় রাজনীতির সীমানা মেনে চলে না। গত শুক্রবার রাতে ক্যাম্পাসে গোলগুলি বর্ষণ তারই একটি দৃষ্টান্ত। অতীতেও এ ধরনের সন্ত্রাস লক্ষ্য করা গেছে অন্য একটি রাজনৈতিক দলে, ভিন্ন কারণে, ভিন্ন পটভূমিতে। এটা বিশেষ কোন একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য নয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ক্ষণে ক্ষণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিছুতেই তা বন্ধ হচ্ছে না। তার কারণ সন্ত্রাস বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব। সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সদিচ্ছা, সুভাষিতাবলী কোনই কাজে আসে না, যদি তা রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে ওঠে না আসে। অন্যের নিকট যা প্রত্যাশা করা হয়, নিজের আচরণেও তা থাকা চাই। গণতন্ত্রের মূল কথাটা যতবার অমান্য করা হয়েছে ততবারই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তার প্রকাশভঙ্গি যাই হোক, মূল চরিত্র এক।

ক্ষমতা থেকে স্বৈরাচারকে হঠানোর জন্য ঐক্যের ধারাটা বজায় রাখা সম্ভব ছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর জোটভুক্ত হয়ে আন্দোলনের সময়ে। আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। কারণ, সন্ত্রাসী রাজনীতি গণতন্ত্রের ভিত্তি ক্রমাগত দুর্বল করছে। দলের ভিতরে ও বাইরে তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ চোখে পড়ছে না।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধ করার এছাড়া বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসের একটা ভূমিকা রয়েছে। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধের সঙ্গে ছাত্রদের সন্ত্রাসী রাজনীতি যুক্ত নয়। এই সত্যকে স্বীকার করে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু দলীয় প্লাটফর্ম থেকে আহ্বান জানিয়ে কিংবা নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে সন্ত্রাসী রাজনীতির উচ্ছেদ সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল লালন-পালনে তার শিকড় বহু দূর ছড়িয়েছে।